দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

32

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

গত সাত মাসে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৫৭ দিন

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২১শে জুনঃ গত সাত মাস ১০ দিনে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পেরেছে মাত্র ৫৭ দিন। যা শতকরা ২৫ দশমিক ৬৭ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সংঘর্ষ উপাচার্যের পদত্যাগের আন্দোলন, বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় ছুটিসহ প্রশাসনিক অচলাবস্থার কারণে বেশিরভাগ সময় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কোন ক্লাস হয়নি। ২৮শে এপ্রিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা কর্মীদের উপর ছাত্র শিবিরের আকস্মিক হামলা এবং একজন অভিভাবক নিহত হওয়ার কারণে এক নাগাড়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৫২ দিন। সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ক্লাস হয়নি ৩২ দিন। আওয়ামি লিগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এবং বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও কালো টাকার হস্তক্ষেপমুক্ত নির্বাচনের দাবি, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য-পরিষদ ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের ১০ই নভেম্বর হতে ২০শে জুন হরতালের কারণে ১০ দিন এই প্রতিষ্ঠানে কোন ক্লাস হয়নি। উপাচার্যের পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, ছাত্র শিবিরের ডাকে ধর্মঘট পালিত হওয়ায় ১১দিন কোন ক্লাস হয়নি। বিভিন্ন জাতীয় দিবস (বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস ও মে দিবস) উপলক্ষে ক্লাস হয়নি ৪ দিন। শবেবরাত ও ঈদুল আজহার ছুটির কারণে ক্লাস হয়নি ১১দিন। ১৯৯৪-৯৫ সেশনে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তির পরীক্ষার জন্য ২৩শে এপ্রিল হতে ২৭শে এপ্রিল ৫ দিন কোন ক্লাস হয়নি। বিভিন্ন সেশনের ছাত্রদের পরীক্ষার পূর্বে ক্লাস স্থগিত হওয়ায় ৫ দিন ক্লাস হয়নি। প্রতি সপ্তাহে সকল বর্ষের টিউটরিয়াল পরীক্ষা হওয়ায় ৩২ সপ্তাহের ৩২ দিন কোন ক্লাস হয়নি শিক্ষকদের খেয়ালখুশির কারণে এই সময়ে কমপক্ষে ৫ দিন ক্লাস বাদ পড়েছে। ১৩ ও ১৫ই ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির নির্বাচন, ১৪ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা আহূত সন্ত্রাস-বিরোধী র‍্যালি, ২২শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৫ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার কারণে ৯ দিন এই প্রতিষ্ঠানে কোন ক্লাস হয়নি।

বিভিন্ন সময়ে এহেন বিভিন্ন কারণে ক্লাস না হওয়ায় সেমিস্টার পদ্ধতির পরীক্ষাগুলোও নেয়া সম্ভব হয়নি। যার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগের ছাত্ররা ২ থেকে আড়াই বছরের সেশনজটের ফাঁদে পড়ে আছে। একে তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরের অর্ধেক সময় বিভিন্ন ছুটি-ছাটার কারণে ক্লাস হয়না, তার পর সন্ত্রাস নামক দৈত্যের কারণে যেমন ছাত্রদের জীবন থেকে ঝরে পড়েছে মূল্যবান সময়, তেমনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগেও ছাত্রদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সময় আর অভিভাবকের অর্থই গচ্চা যাচ্ছে, বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে পাস করে বের হওয়ার খবর রাখে না।